বাংলা উপন্যাসের গঠন ও বিকাশে ভূমিব্যবস্থার ভূমিকা

ইমানুল হক

ধনতান্ত্রিক সভ্যতা পৃথিবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ যে উপহার দিয়েছে তা হল উপন্যাস। এ ভাবেই ভেবে র‍্যালফ ফক্স পৌঁছাচ্ছেন এই সিদ্ধান্তে– উপন্যাস মানুষ আবিষ্কারের অভিযান। যদিও বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই অভিযান অনেকটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে, সমাজের উপরতলার মানুষকে অবিষ্কার। কথাটা একটু রূঢ় ঠেকলেও এ মন্তব্য না করে পারা যাচ্ছে না। এ কথা বলার সময় আমাদের মাথায় অবশ্যই আছে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত-র কথা। কিন্তু এগুলিকে ব্যতিক্রম হিসেবেই চিহ্নিত করা দরকার। এর কারণে পিছনের দিকে তাকাতে গিয়ে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়কে মন্তব্য করতে হয়, আজকের উপন্যাস কতটা মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে? অথচ এই পৌঁছানোর সম্ভাবনার দ্বারা অনেকটাই উন্মোচন করেছিলেন আমাদের প্রথম সার্থক উপন্যাসের জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের নায়ক এবং প্রধান চরিত্রগুলি সমাজের উচ্চকোটির মানুষ (ব্যতিক্রম হীরা)। কিন্তু বঙ্কিমই 'আনন্দমঠে' এক নবদিগন্তের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। 'আনন্দমঠে' সেই অর্থে কোন নায়ক নেই। এখানে নায়ক যদি কেউ থাকে, সে সমাজ ও সময়।

আজকের পৃথিবীর উপন্যাস নায়কহীনতার উপন্যাস। এটা নিছক কোন ব্যক্তিবিশেষের ফর্ম ভাঙার প্রয়োজনে আসেনি। সময়ের দাবি এরকমই। আজ এখানে কিয়ৎপরিমাণে অমিয়ভূষণ মজুমদার এবং বাইরে বহুলাংশে মার্কেজ যা করছেন, একটু অত্যুক্তি মনে হলেও সত্যি, বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে' বীজায়িত হয়েছিল এই সম্ভাবনা।

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনা করতে গিয়ে এক সমালোচক সখেদে মন্তব্য করতে হয়েছিল, অনেক নতুনত্বই আজও আমাদের উপন্যাসের জগতে তেমনভাবে পৌঁছায়নি। কথাটা সত্যি। এই না পৌঁছানোর কারণটা নিহিত আছে বাংলা উপন্যাসের জন্মের ইতিহাসে। এবং সাধারণভাবে আমাদের উপন্যাস ও ঔপন্যাসিককে বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিতে, ব্যক্তি যতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়, সমাজ ও অর্থনীতির আলোচনা ততটা নয়।

বাংলা উপন্যাসের জন্ম, গঠন ও বিকাশ আলোচনার সেকালের প্রেক্ষাপটটা বোঝা জরুরি।

ইংরেজদের ভারত শাসন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজকে অনেকটা বদলেছে সন্দেহ নেই। এই বদলের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটি দিকই আছে। আমাদের প্রচলিত অর্থনীতিকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ধ্বংস করেছে। ধ্বংস করেছে কৃষিভিত্তিক সমাজকাঠামো। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধ্বংসের ফল ভয়াবহ। জমি রূপান্তরিত হয়েছে পণ্যে। ফল—কৃষক তো বটেই মানুষও পণ্যে পরিণত।

অন্য পরিণতি:

কুটির শিল্পনির্ভর মানুষ তার পেশা হারাল।

গুরুনার মিরদাল এবং বিনয় ঘোষ কথিত 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ' ভাঙনের মুখে পড়ল।

মানুষকে বেঁচে থাকার নতুন উপায় খুঁজতে হচ্ছে। উপায়ের নতুন পথ হিসাবে।

ক. শ্রমিক হওয়া

খ. চাকুরিজীবী হওয়া

গ. শ্রমনির্ভর নয়, বিদ্যানির্ভর পেশায় যাওয়া

ঘ. দালালি করা

ঙ. ব্যবসা করা

আর আর্থিক সামর্থ্য সত্ত্বেও শিল্প গড়তে যাঁরা যেতে পারলেন না তাঁরা এই ব্যবস্থায় লাভবান মানুষ।

ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থেই এদেশে যেটেকু শিল্প তৈরি করতে বাধ্য হল তার জন্য শ্রমিক এবং প্রশাসন চালানোর কাজে সহায়তার জন্য চাকুরিজীবী শ্রেণি তৈরির জন্য স্কুল, কলেজ স্থাপনের তারা উদ্যোগী হল। (স্মরণীয়, মেকলে মিনিট) মিশনারিরা অবশ্য স্বতন্ত্র কারণে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিল।

উনিশ শতকে 'কমার্সিয়াল কালচার' আর 'এডুকেশনাল কালচার' মিলে তৈরি হল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি। এই নবগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি চাইলেও জমির সঙ্গে আর সরাসরি যুক্ত থাকতে পারছে না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পরগাছায় পরিণত হতে বাধ্য হল। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে নতুন জমিদার শ্রেণি গড়ে উঠেছিল তারা সরাসরি ভূমির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। বাংলার উনিশ শতকের ঔপন্যাসিকরা মূলত এসেছেন এই দুই অংশ থেকেই। আর পাঠকদের মধ্যে তো বলাই বাহুল্য মধ্যবিত্ত প্রাধান্য। পরগাছা পাঠক, পরগাছা লেখক দুইয়ে মিলনে উপন্যাসে চিত্রিত, বন্দিত এবং নন্দিত হল পরগাছা শ্রেণির তত্ত্ব। উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাস কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে ছুঁতে পারলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারলো না। উপন্যাসের চরিত্র মূলত উচ্চমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত। গ্রামের কথা উপন্যাসে আসেনি তা নয়, তবে লেখকদের সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার অভাবে সেগুলি উপর থেকে দেখা হয়েছে, বিশ্বস্ত দলিল হয়নি। উপন্যাসগুলিতে মূলত চিত্রিত হয়েছে মধ্যবিত্ত জীবন, জীবনবোধ, মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা সংকট। কিন্তু এই মধ্যবিত্তরা সমাজের কতটা অংশ? আজকের দিনে ৩০শতাংশ, তখন ১০শতাংশ ও নয়।

বাংলা উপন্যাসের প্রধান লেখকদের হাতে সমাজের নিচের তলার মানুষ নায়ক হচ্ছে 'কবি', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়। ছোটগল্পে চন্দরা, গফুররা মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে তাঁরা পার্শ্বচরিত্র। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সম্ভবনা ছিল। সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনের কাহিনি উঠে আসার । উঠে আসার দেশের ও দশের সংকটের প্রকৃত প্রেক্ষাপট। কিন্তু এল না? 'আনন্দমঠে' বঙ্কিম লিখছেন—

—আশ্বিন মাসে দেবতা হঠাৎ বিমুখ হইলেন।'

দেবতা যে নয়, ব্রিটিশের লোভ যে ৭৬-এর মন্বন্তরের প্রদান কারণ তা বলতে গিয়েও সামলাতে হল বঙ্কিমকে। কারণ তিনি চাকুরিজীবী, পরগাছা। আবার 'পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু আমাদের মন ছুঁয়ে যায়, কিন্তু ম্যালেরিয়া কেন, হরিহরদের কেনই বা গ্রম ছাড়তে হচ্ছে সে কথা লিখছেন না বিভূতিভূষণ।

এই লিখতে না পারার কারণে তাঁরা চলে গেছেন সম্পর্কের কাহিনিতে। আমাদের উপন্যাস একদিক থেকে দেখতে গেলে কার্যত সম্পর্কের ইতিহাস।

সৃষ্টিসন্ধান

বাংলার উপ্যাসের গঠন ও বিকাশ পর্বে যে সব বিষয় এসেছে সেগুলি এরকম !

* বিধবাবিবাহ
* নারীর স্বাতন্ত্র্য
* প্রণয় ও সতীত্ব
* কৌলিন্যপ্রথা ও বিবাহপ্রথা
* যৌথ পরিবার
* ত্রিকোণ প্রেম

এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আছে মুঘল রাজপুত দ্বন্দ্ব, সিপাহী বিদ্রোহ, হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। কিন্তু সেখানেও ইতিহাসের নিবিড় পাঠ এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাহীনতার কারণে সেগুলি সম্পর্কের ইতিহাসের অনুবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদিও উপন্যাসগুলিতে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আছে, আছে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র এবং উদীয়মান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে কোথাও কোথাও। দেখা দিয়েছে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা। ব্যক্তি সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আধুনিক মহাকাব্যের অনিবার্য লক্ষণ হিসেবে দুটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদী মনোভাবের পূর্ণবিকাশ ঘটেনি। সামন্ত্রতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্র এখনও হাত ধরাধরি করে চলেছে, কারোরই পূর্ণ বিজয় হয়নি। সামন্ত্রতন্ত্র পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি, আবার ধনতান্ত্রিক সভ্যতা পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি।

এই দো-আঁশলা অবস্থার অনিবার্য প্রভাব পড়েছে বাংলা উপন্যাসে।

ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় উপন্যাসের জন্ম। পুঁজিবাদ না এলে যুক্তিবাদের প্রসার ঘটতো না, যুক্তিবাদের প্রসার না ঘটলে গদ্যের বিকাশ ছিল অসম্ভব। এদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাবোধের বিকাশ অন্যদিকে গদ্যের মননশীল বিকাশ দুইয়ের অনিবার্য পরিণতি উপন্যাস। সাধারণ এক মেয়েকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন রিচার্ডসন।

মানুষের বেঁচে থাকার সমস্যা প্রধান সমস্যা। বেঁচে থাকার লড়াইটা বাংলা উপন্যাসে তেমনভাবে দেখা দেয়নি। আমাদের বলার মূল প্রতিপাদ্য :

* ইংরেজ ল্যান্ড লর্ডিজম, আইরিশ মধ্যস্বত্বপ্রথা, জমিদারকে কর সংগ্রাহকে পরিণত করবার অস্ট্রিয় প্রথা এবং রাষ্ট্রকেই আসল ভূস্বামী করবার এশিয়া প্রথার সমাহার চিরস্থায়ী বন্দ্যোবস্ত প্রথা এক জগাখিচুড়ি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা বাংলার অর্থনীতি শুধু নয়, শিল্পসাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি সবক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করেছে। উপন্যাসের শরীরেও এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে।

* চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিছক সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থা ছিল না। গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটি পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ারও জন্ম দিয়েছিল। ফলে পুঁজিবাদী উপাদানের যে মিশ্রণ হয় তার পরিণতিতে সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতিতে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব। উপন্যাসেও একটি ঘটনা ঘটে।

*বুর্জোয়া বিকাশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটি দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন ভূমিব্যবস্থার অবসানে নতুন বিকাশের ক্ষেত্রে তৈরি এবং অন্যদিকে স্বাধীন বিকাশ যাতে ঘটতে পারে তার জন্য তাকে শৃঙ্খলিত ও বিকৃত করা। দুটি বিপরীত প্রবণতার ছাপ পড়েছে। উপন্যাসে।

*একদিকে জমিদারদের খাজনার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ ছিল জমিদারদের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি। সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে শিক্ষাদীক্ষা, সরকারি চাকরি, ডাক্তার, ওকালতি ইত্যাদি। বুর্জোয়া হিসেবেও তাঁরা স্বাধীন নয়। দোলাচলচিত্ত। সেই দোলাচলচিত্ততার প্রভাব উপন্যাসে।

* নির্মাণশেলীর দিক থেকে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথরা অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু সাহসী নায়ক খুঁজে পাচ্ছে না, বাঙালি সমাজে। বলা ভাল খুঁজতে চাইছেন না।

*কৃষক ও সাধারণ জনজীবনের অভিজ্ঞতা তত শক্তিশালী নয়, ফলে এই ধরণের চরিত্রকে নায়ক নির্মাণ করতে পারছেন না। পাবনার কৃষক বিদ্রোহ বা নীল বিদ্রোহ উপন্যাসে চিত্রিত হচ্ছে না। এই বিদ্রোহগুলির নেতারা নায়ক হতে পারতেন।

*ভাষা হল তৎসম , সংস্কৃত নির্ভর। রবীন্দ্রনাথ পরে চলিতে লিখলেন কিন্তু তাও সাহিত্যিক চলিত।

* প্রবন্ধে যেভাবে কৃষকদের আঁকছেন, উপন্যাসে পারছেন না। না পারার দুটি কারণ। এক, অভিজ্ঞতার অভাব। দুই, শ্রেণীস্বার্থ।

কবিতা, ছোটগল্প অনেক বেশি জীবনঘেঁষা কিন্তু উপন্যাস উপরের তলার মানুষের কাহিনি হয়ে রয়ে গেছে। সাধারণ মানুষকে আবিষ্কারের অভিযানে রূপান্তরিত হতে বাধা পেয়েছে। বাধা স্রষ্টার কাছে, পাঠকের কাছে। এই দুর্বলতাকে চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। 'উপন্যাস' শব্দটিই তো 'নভেল' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। আসলে সংস্কৃতমন্যতা তথা উচ্চমান্যতা আমাদের মানসিকতার প্রধান বিপদ। যে বিপদের শিকড় আমাদের ভূমিব্যবস্থায়। বাংলা উপন্যাসে তাই গঠন ও বিকাশপর্বে শিকড়ের দিকে যাত্রা করতে পারেনি, আশ্রয় করেছে অন্য ভাবধারাকে।

তাই কথা সাহিত্যের জগৎ হয়ে দাড়িয়েছে অনেকটাই ফাঁপা দুনিয়া। বিশ্বমানের বহু লেখক জন্মেছেন বাংলায়। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সতীনাথ ভাদুড়ি, সমরেশ বসু– কিন্তু জীবনকে দেখার অভিজ্ঞতাহীনতা এবং তাদের অন্তর্নিহিত মনোগাঠনিক মধ্যবিত্তীয় শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি তাদের উপন্যাসকে মধ্যবৃত্তে বেঁধে রেখেছে।

ওপারে প্রাঙ্গণের ধারে পৌঁছানো গেছে কম, যদিও ক্ষীণ চেষ্টা ছিল। দলিত, সংখ্যালঘু বঞ্চিত মানুষরা নায়ক হন নি, তাঁদের ভূমিকা পার্শ্বচর অথবা খলনায়ক।

ফাঁপাদুনিয়ার তাই কথাসাহিত্য যাপন।

ঋণস্বীকার : বদরুদ্দিন উমর

সৃষ্টিসন্ধান